গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নংঃ ৪৬.০৩.০০০০.৫৬৩.০৭.০০৮.২৫-৩৭/৬২ তারিখঃ ০১/১২/২০২৫ খ্রিঃ।

প্রেরক : প্রকল্প পরিচালক
গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রাপক : নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,
.... বিভাগ/জেলা।

বিষয় : "গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প" এর আওতায় দরিদ্রদের জন্য ইম্প্রুভড ল্যাট্রিন (টুইন পিট ল্যাট্রিন) বরাদ্দের জন্য স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দরিদ্রদের জন্য ইম্প্রুভড ল্যাট্রিন (টুইন পিট ল্যাট্রিন) স্থাপন কাজ বাস্তবায়নের জন্য সংযুক্ত ছকে অনুমোদিত DPP এর সংস্থান অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক মোট বরাদ্দ প্রেরণ করা হলো। প্রকল্প সংস্থানানুযায়ী স্যানিটেশন সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে দরিদ্র খানাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও স্থান নির্বাচন করতে হবে। মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী খানাসমূহের মধ্য হতে নিম্ন-বর্ণিত ধাপসমূহ প্রাধান্য দিয়ে ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটি প্রণীত তালিকা উপজেলা ওয়াটসন কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিপিএইচই-এর নিকট প্রেরণ করবে। উল্লেখ্য যে, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব উপজেলায় উন্নত টয়লেট বিতরণের কার্যক্রম রয়েছে, সেসব উপজেলায় উন্নত টয়লেটের বরাদ্দ এ প্রকল্পে সংস্থান রাখা হয় নাই। নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক পুনরায় যাচাই-বাছাইপূর্বক সাইট লিস্ট চূড়ান্ত করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে। ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির কর্তৃক জেলা/উপজেলা হতদরিদ্র তালিকা হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রণয়নের ধাপসমূহ নিম্নরূপঃ

১। যে সকল খানায় ব্যক্তিগত নিরাপদ ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাযোগ্য টয়লেট (সেফলি ম্যানেজড টয়লেট) আছে তাদের শনাক্ত করা। মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী খানাসমূহকে উক্ত তালিকা হতে বাদ দিতে হবে।
২। যে সকল খানায় ব্যক্তিগত নিরাপদ ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাযোগ্য টয়লেট নেই অর্থাৎ অথবা অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবহার করে অথবা উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগ করে এমন খানা শনাক্ত করা। এসকল খানাকে মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী খানা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৩। যে সকল খানায় ব্যক্তিগত সেফলি ম্যানেজড টয়লেট নেই, অন্যের টয়লেট ব্যবহার করে, দুইয়ের অধিক খানা অথবা ১০ (দশ) জনের অধিক ব্যক্তি একটি টয়লেট ব্যবহার করে, কমিউনিটি টয়লেট ব্যবহার করে, সেসকল খানাকে মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নীচে অবস্থানকারী খানা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
৪। কোন গ্রাম, পাড়া বা মহল্লায় মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নীচে অবস্থানকারী খানাসমূহকে উপযোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে উক্ত তালিকা হতে দরিদ্র খানাসমূহকে প্রকল্প সংস্থানের আওতায় সেফলি ম্যানেজড টয়লেট পাওয়ার অভিষ্ট দল হিসেবে বিবেচনা করে তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।
৫। কেবল অভিষ্ট দলভুক্ত খানাসমূহে প্রকল্প সংস্থানের আওতায় সেফলি ম্যানেজড টয়লেট প্রদান করা হবে।
৬। অভিষ্ট খানার বসত ভিটায় উক্ত ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা থাকতে হবে এবং ব্যবহারের খানা প্রধানকে সম্মত থাকতে।
৭। টয়লেট স্থাপনের জন্য নির্বাচিত স্থানটি নারী ও শিশু বান্ধব (নারী ও শিশুর অবাধ ও নিরাপদ প্রবেশাধিকার সম্বলিত) হতে হবে।
৮। অভিষ্ট দলভুক্ত খানাসমূহের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধী সদস্য থাকলে উক্ত খানাকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ প্রতিবন্ধী বান্ধব টয়লেট প্রদান করতে হবে।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণপূর্বক দরিদ্রদের তালিকা প্রস্তুত করতঃ অনুমোদনের নিমিত্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অতিসত্বর প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : DPP অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক মোট বরাদ্দ তালিকা - ০১ (এক) সেট।

(মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার)
প্রকল্প পরিচালক।

স্মারক নংঃ ৪৬.০৩.০০০০.৫৬৩.০৭.০০৮.২৫-৩৭/৬২(১১) তারিখঃ ০১/১২/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ... সার্কেল।

(মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার)
প্রকল্প পরিচালক।

DPP অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক মোট বরাদ্দ তালিকা

ক্রঃ নংঃ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	সংস্থানকৃত ল্যাট্রিনের সংখ্যা	প্যাকেজ নং
৩।	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	১০	৮৫০	WDTPL-12
		হরিরামপুর	১৩	০	-
		শিবালায়	৭	০	-
		ঘিওর	৭	৫৯৫	WDTPL-13
		দৌলতপুর	৮	৬৮০	WDTPL-14
		সিংগাইর	১১	৯৩৫	WDTPL-15
		সাটুরিয়া	৯	৭৬৫	WDTPL-16
	মোটঃ	৭	৬৫	৩৮২৫	

০৩/১২/২০২৪

(মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার)
প্রকল্প পরিচালক
গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

Department of Public Health Engineering (DPHE)

Detailed Drawing of Improved Latrine for Poor Household (Twin Pit Latrine)

Rural Sanitation Project

January, 2026

ORIGINAL

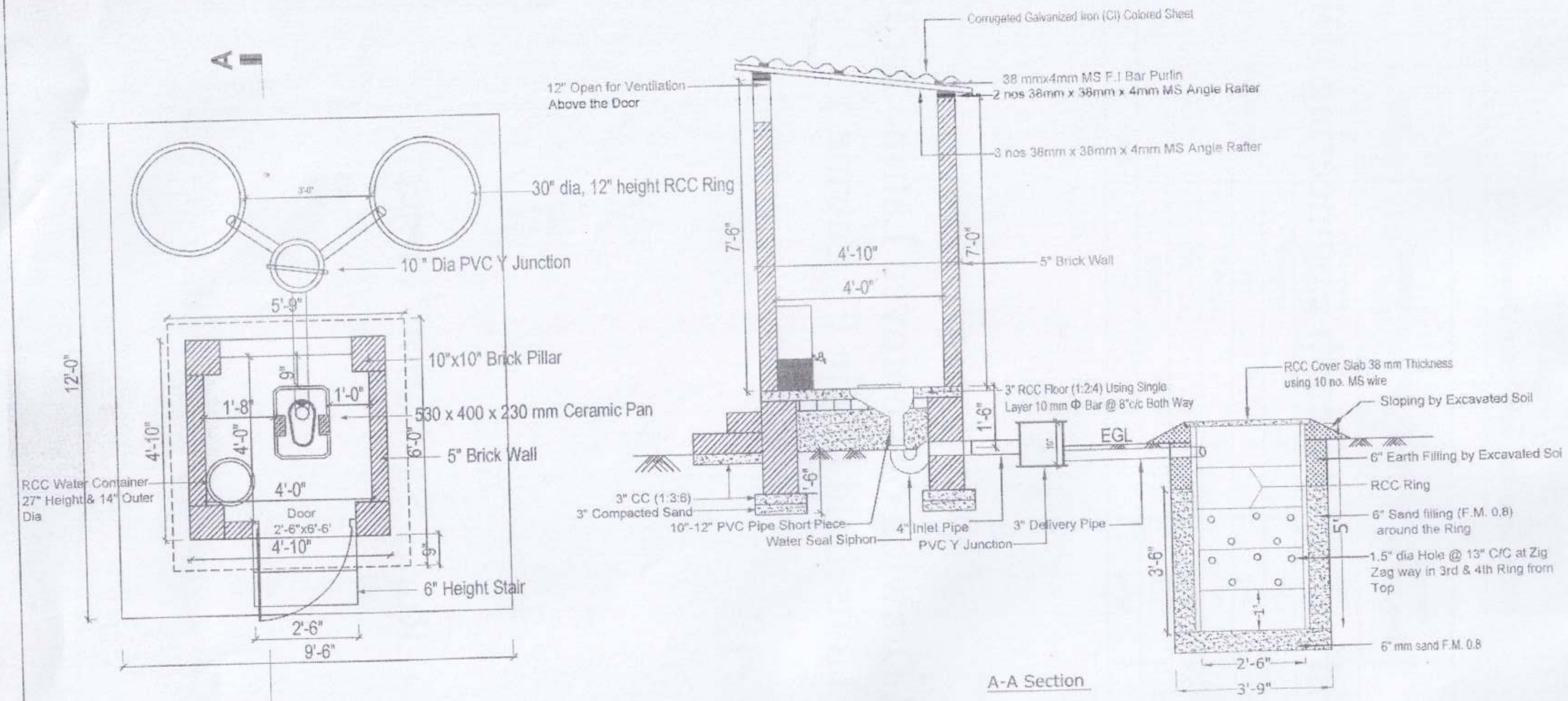

Plan and Section of Twin Pit Latrine

(মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার) প্রকল্প পরিচালক গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।	(তাসনিম তামান্না) উপ-প্রকল্প পরিচালক গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।	মোঃ বাদশা মিয়া সহকারী প্রকৌশলী গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত বিভিন্ন ধরণের ল্যাট্রিন ও টয়লেট স্থাপনের সাইট সিলেকশন ও স্থানীয় ওয়াটসান কমিটি কার্যপরিধি সম্পর্কিত

গাইডলাইন/নির্দেশিকা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্থানীয় সরকার বিভাগ

অক্টোবর ২০২৪

প্রিয়াংকা দত্ত
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

মোঃ ইবাদত হোসেন
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা

দেশের সকল নাগরিক বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার বদ্ধ পরিকর। দরিদ্র জনগনই মৌলিক সুবিধা ও সেবার অভাবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দরিদ্র জনগণের প্রধান সম্পদ শারীরিক সক্ষমতা। রোগের কারণে আয় ও উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হলে তারা আরো অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উন্নত স্বাস্থ্য অভ্যাসসহ নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত হলে, দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে মহিলা ও শিশুরা রোগ, দূর্বল স্বাস্থ্য ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং নিরাপদ স্যানিটেশন কার্যক্রমের একটি দারিদ্র্য বিমোচন মাত্রা রয়েছে।

এছাড়া নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাব পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। ধারণা করা হয় যে, আমাদের পরিবেশ দূষণের শতকরা ৮০ ভাগ কারণই হলো অনিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা।

১৯৮০ ও ১৯৯০'র দিকে স্যানিটেশন পরিস্থিতি বিশেষ করে গ্রামীণ স্যানিটেশন পরিস্থিতি ও কভারেজ ছিল খুবই শোচনীয়। স্যানিটেশন কভারেজ নিরুপনের জন্য ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে একটি জাতীয় ভিত্তি জরীপ করা হয়, যেখানে দেখা যায় যে দেশের প্রায় ২১ মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩৩ শতাংশ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে, ২৫ শতাংশ অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এবং ৪২ শতাংশ উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করে। ২০০৩ সালের জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযান শুরুর পর স্যানিটেশন প্রসারের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনেকগুলো নীতিমালা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রনীত নীতিমালা বাস্তবায়ন ও ১০০ ভাগ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। উক্ত পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়িত জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়) উল্লেখযোগ্য। জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম পর্যায়) জুলাই'২০০৪ থেকে ডিসেম্বর'২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের কভারেজ ৬% এ দাড়ায়। এরপর জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) জুলাই'২০০৪ থেকে জুন'২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের কভারেজ ৪% এ দাড়ায়। সর্বশেষে, জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। যার কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে এবং বর্তমানে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের কভারেজ প্রায় শূন্যের কোঠায়। বর্তমানে বাংলাদেশে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার কভারেজ ৬৮% (BBS SVRS, ২০২২)। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি করে ইমপ্রুভ ল্যাট্রিণের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

কিন্তু কেবলমাত্র বেসিক স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। তাদেরকে যুগোপযোগী ইম্প্রুভড ল্যাট্রিন প্রদান করা প্রয়োজন। অপরদিকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজন সর্বস্তরে স্যানিটেশন ব্যবস্থা, যা ইম্প্রুভড ল্যাট্রিন, হাইজিন অনুশীলন ও সুষ্ঠু পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংস্থানের মাধ্যমেই সম্ভব।

সরকার সম্প্রতি বাংলাদেশের পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য 'দরিদ্র সহায়ক কৌশল ২০২০' অনুমোদন করেছে এবং সে অনুযায়ী হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করার সুপারিশ গ্রহণ করেছে। অবশিষ্ট জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ে 'স্যানিটেশন মাস', 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস', 'টয়লেট দিবস', 'এমএইচএম' দিবস উদযাপন সহ নানাবিধ দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

এছাড়া এসডিজির লক্ষমাত্রা অনুযায়ী সকলের জন্য সকল সময় স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সকল প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগম স্থানে ও নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। পানি ও স্যানিটেশন সেক্টর ও এর প্রভাবমুক্ত নয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনীত ঘনঘন বিভিন্ন দূর্যোগ এর ফলে বন্যাদূর্গত ও ঝড় ও সাইক্লোন আক্রান্ত এলাকায় জনগণের জন্য দূর্যোগকালীন ও দূর্যোগপরবর্তী সময়ে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উপোরক্ত সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে 'গ্রামীণ স্যানিটেশন' প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২০২৭ সাল নাগাদ দেশের মোট হত-দরিদ্র জনসংখ্যার ৭০% সেফলি ম্যানেজড স্যানিটেশনের আওতায় আসবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেশের সকল [illegible] নিরাপদ ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাযোগ্য টয়লেট (সেফলি ম্যানেজড টয়লেট) স্থাপনের বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং [illegible] অর্জনে বাংলাদেশ

প্রিয়াংকা দত্ত
...য়র সহকারী প্রধান
...অবকাঠামো বিভাগ

ফাহিম হাসান সিরাজী
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা

মোঃ ইবাদত হোসেন
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করে চলেছে। এ বিশাল কর্মযোগ্য বাস্তবায়নে দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হবে। মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী খানাসমূহের নিরাপদ ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাযোগ্য টয়লেট (সেফলি ম্যানেজড টয়লেট) স্থাপনের সামর্থ্য নেই। কিন্তু উক্ত জনগোষ্ঠীকে বাইরে রেখে এসডিজি অর্জন সম্ভব নয়। অভিষ্ট জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার নিমিত্তে ন্যূনতম স্যানিটেশন সুবিধাদি নেই এরূপ খানাহতে দরিদ্র খানাসমূহ চিহ্নিত করে উক্ত খানাসমূহকে সেফলি ম্যানেজড টয়লেট সুবিধার আওতায় আনতে হবে।

বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রণীত দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ভর্তুকির মাধ্যমে টয়লেট প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। কৌশলপত্রে প্রথমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে থেকে প্রকল্প সংস্থান অনুযায়ী টয়লেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে উল্লেখ করা হবে। এসকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি ওয়ার্ডের ধনী-দরিদ্র, শ্রেণী-পেশা, ধর্মবর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধিগণকে সম্পৃক্ত করে ইউনিয়ন পরিষদ যথাযথ প্রক্রিয়ায় অভিষ্ট জনগোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে।

প্রকল্প সংস্থানানুযায়ী স্যানিটেশন সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে দরিদ্র খানাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও স্থান নির্বাচন ঃ

মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী খানাসমূহের মধ্য হতে নিম্ন বর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণে জেলা ওয়াটসান কমিটির কর্তৃক জেলা/উপজেলা হতদরিদ্র তালিকা হতে অগ্রাধিকির ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ণ করতে হবে ঃ

১) যেসকল খানায় ব্যক্তিগত নিরাপদ ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাযোগ্য টয়লেট (সেফলি ম্যানেজড টয়লেট) আছে তাদের সনাক্ত করা। মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী খানাসমূহকে উক্ত তালিকা হতে বাদ দিতে হবে।

২) যেসকল খানায় ব্যক্তিগত নিরাপদ ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাযোগ্য টয়লেট নেই অর্থাৎ অথবা অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবহার করে অথবা উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগ করে এমন খানা সনাক্ত করা। এসকল খানাকে মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নিচে অবস্থানকারী খানা তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৩) যেসকল খানায় ব্যক্তিগত সেফলি ম্যানেজড টয়লেট নেই, অন্যের টয়লেট ব্যবহার করে, দুইয়ের অধিক খানা অথবা 10 জনের অধিক ব্যক্তি একটি টয়লেট ব্যবহার করে, কমিউনিটি টয়লেট ব্যবহার করে, সেসকল খানাকে মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নীচে অবস্থানকারী খানা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৪) কোন গ্রাম, পাড়া বা মহল্লায় মৌলিক স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তরের নীচে অবস্থানকারী খানাসমূহকে উপযোগী হিসেবে তালিকাভূক্ত করে উক্ত তালিকা হতে দরিদ্র খানাসমূহকে প্রকল্প সংস্থানের আওতায় সেফলি ম্যানেজড টয়লেট পাওয়ার অভিষ্ট দল হিসেবে বিবেচনা করে তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

৫) কেবল অভিষ্ট দলভূক্ত খানাসমূহে প্রকল্প সংস্থানের আওতায় সেফলি ম্যানেজড টয়লেট প্রদান করা হবে।

৬) অভিষ্ট খানার বসত ভিটায় উক্ত ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা থাকতে হবে এবং ব্যবহারের খানাপ্রধানকে সম্মত থাকতে।

৭) টয়লেট স্থাপনের জন্য নির্বাচিত স্থানটি নারী ও শিশু বান্ধব (নারী ও শিশুর অবাধ ও নিরাপদ প্রবেশাধিকার সম্বলিত) হতে হবে।

৮) অভিষ্ট দলভূক্ত খানাসমূহের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধী সদস্য থাকলে উক্ত খানাকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ প্রতিবন্ধি বান্ধব টয়লেট প্রদান করতে হবে।

প্রিয়াংকা দত্ত
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

স্যানিটেশন সুবিধাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনঃ

১) খানার প্রতিটি সদস্যকে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে প্রকল্প হতে প্রাপ্ত টয়লেট ব্যবহার করতে হবে।

২) খানাপ্রধানকে টয়লেটের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণে স ম্মত থাকতে হবে।

৩) টয়লেটের মেরামতের প্রয়োজন হলে নিজ খরচে মেরামত করতে হবে।

মোঃ ইবাদত হোসেন
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তাসনে সিরাজী
প্রকৌশলী
অধিদপ্তর
বিভাগ, ঢাকা।

৪) টয়লেটের পীট (গর্ত) ভরে গেলে অনতিবিলম্বে ব্যবহারকারী খানা প্রধানকে নিরাপদভাবে (অন্যকোন ব্যক্তি বা পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে) উক্ত টয়লেট পরিষ্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সহায়ক চাঁদা

স্থাপিত স্যানিটেশন সুবিধাদির যথাযথ ব্যবহার, মেরামত ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে উপকারভোগী পরিবারের মাঝে অংশীদারিত্বমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে উপকারভোগী পরিবার হতে সহায়ক চাঁদা হিসাবে ৫০০০/- টাকা সংগ্রহ করতে হবে। সেক্ষত্রে উক্ত চাঁদা আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা প্রক্রিয়া অধিদপ্তরের পানির উৎস স্থাপনে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রিয়াংকা দত্ত
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

মোঃ ইবাদত হোসেন
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফাহিম হাসান সিরাজী
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা